কোপা ইতালিয়ার চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে ঘরের মাঠে পেসকারাকে ৪-১ গোলে হারাল সাম্পদোরিয়া।

মাঠে - ময়দানে

ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানের ম্যাচে ঘরের মাঠে স্যাঁতাতিয়েনকে ৩-০ গোলে হারাল বোর্দো।

ডার্বির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মোহনবাগান শিবির

ড্রয়ের জন্য মন সংযোগের অভাবকে দুষলেন জামিল

নীরব ঘি

স্টাফ রিপোর্টার: ৩ ডিসেম্বর আই লিগের প্রথম ডার্বি। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম পর্বের ম্যাচে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল। তাই ডার্বি ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু সবুজ-মেরুন শিবিরে। আই লিগের অভিযান ম্যাচে মিনার্ভা এফসি'র বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও জয় পায়নি মোহনবাগান। তবে সে সব এখন অতীত সবুজ-মেরুন শিবিরের কোচ সঞ্জয় সেনের কাছে।

বরং মিনার্ভা ম্যাচ ভুলে এখন বাগান কোচের লক্ষ্য ডার্বি ম্যাচে তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করা। মিনার্ভা ম্যাচে এগিয়ে থেকেও জয় না পাওয়া প্রসঙ্গে বাগানের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বলেন, মারাথন লিগে এরকম ঘটনা ঘটতেই পারে। গতবারও আমরা অ্যাওয়ে ম্যাচে খুব বেশি পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারিনি। তাই মিনার্ভা ম্যাচ ভুলে ঘরের মাঠে যত বেশি সম্ভব পয়েন্ট সংগ্রহ করতে হবে। ফলে প্রথম ম্যাচে কী হয়েছে তা মনে রাখতে চাই না। আমার লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে তিন পয়েন্ট। ডার্বি ম্যাচে পুরো পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারলে দলের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসর পাশাপাশি লিগ দৌড়ে বেশ খানিকটা সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে যাব। মোহনবাগানের মতো অভিযান ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করেছে ইস্টবেঙ্গলও। এ প্রসঙ্গে সবুজ-মেরুন শিবিরের কোচ বলেন, কে পয়েন্ট নষ্ট করেছে তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আমি ভাবছি শুধু আমার দল নিয়ে।

প্রতিপক্ষ নিয়ে ভাবনা না থাকলেও বড় ম্যাচ খেলতে নামার আগে বেশ খানিকটা চাপে রয়েছে মোহন কোচ। কারণ মিনার্ভা ম্যাচে সঞ্জয়ের দল নামানো নিয়ে খুব একটা খুশি নন বাগান কর্তারা। বড় ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করলে কোচ হিসেবে বাকি মরশুম সঞ্জয় থাকবেন কি না তা নিয়ে বাগানের অন্দরমহলে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই ডার্বি ম্যাচটা সঞ্জয়ের কাছে অগ্নিপরীক্ষা। বড় ম্যাচের আগে বাগান কর্তারা নির্দেশিকা জারি করেছেন কোনও ফুটবলার মুখ খুলতে পারবেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তা বলেন, মিনার্ভা ম্যাচের পারফরম্যান্সের পর কারও কোনও কথা বলা উচিত নয়। আমরা সেটাকে স্রেফ ফতোয়া দিয়ে বন্ধ করলাম। তা ছাড়া কথা বলতে দিলে কার বিরুদ্ধে কী বলে বসে কে জানে। তাই বড় ম্যাচের আগে ফুটবলারদের ফোকাসটা যাতে নষ্ট হয়ে না যায় আমাদের সেটাই লক্ষ্য।

বাগান কোচের পাশাপাশি ফেরেইরাকে নিয়েও সমস্যা দলে। যত সময় যাচ্ছে ততই যেন মোহনবাগান সমর্থকদের কাছে ফেরেইরা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছেন। বাজে পারফরম্যান্সের জন্য মিনার্ভা ম্যাচে ফেরেইরাকে দলের সঙ্গে লুধিয়ানায় নিয়ে যাননি মোহন কোচ। এমনকী ডার্বি ম্যাচেও ফেরেইরার প্রথম একাদশে যে বটেই, রিজার্ভ বেঞ্চে থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাকে আনা হয়েছিল ডিফেন্ডিং মিডফিল্ডার হিসেবে। অর্থাৎ ডিফেন্ডারদের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রুকারের কাজ করার জন্য। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে না হোমে, না যজ্ঞে কোনও কাজেই ফেরেইরাকে কাজে লাগছে না। অথচ তাঁর সঙ্গে মরশুমের শেষ দিন পর্যন্ত চুক্তি হয়েছে সবুজ-মেরুন শিবিরের কর্তাদের। ফলে ডার্বি ম্যাচ খেলতে নামার আগে বেশ সমস্যায় মোহনবাগান শিবির।

এদিকে এবারের ডার্বিতে মোহনবাগানের মূল ভরসা হতে চলেছেন সনি নর্ডি। যতই ডিকা, ক্রোমা, কিংসলেরা আসুক না কেন, দলের হৃদপিণ্ড তিনিই। কথাটা বিলক্ষণ জানেন সনি নিজেও, ডার্বিতে তাকেই বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। তাই বড় ম্যাচের আগে নিজেকে ফিট রাখতে মরিয়া সনি করছেন বাড়তি অনুশীলন। মিনার্ভার বিরুদ্ধে ড্র মানতে পারছেন না এখনও। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধেও পয়েন্ট নষ্ট হলে দল পিছিয়ে পড়বে অনেকটাই। তাই এই বাড়তি তাগিদ সনির মধ্যে। কোচের সঙ্গে ডার্বি নিয়ে আলাদাভাবে কথাও বলেছেন তিনি। বাগানের হেডস্যার সঞ্জয় সেনকে স্ট্র্যাটেজি বদলাতে অনুরোধ করেছেন তিনি। আসলে শেষ কয়েকবছরে নজরকাড়া ফুটবল খেলায় সনির উপর নজর রাখছে বিপক্ষরা। তাঁর খেলার ধরনও অনেকটাই পরিষ্কার প্রতিপক্ষের কাছে। তাকে আটকাতে পিছনে একাধিক মার্কার লাগানো হচ্ছে। ফলে নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারছেন না এই হাইতিয়ান। এই পরিস্থিতিতে সনি চাইছেন বুদ্ধি খরচ করক সতীর্থরা। সনিকে আটকাতে গিয়ে বিপক্ষ ডিফেন্স যে ফ্রি জোন তৈরি করছে তা কাজে লাগিয়ে গোল করুন ডিকা-ক্রোমারা, চাইছেন তিনি। তাই ডার্বিতে স্ট্র্যাটেজি পুনর্বিবেচনা করার জন্য কোচকে অনুরোধ জানিয়েছেন সনি।

অন্যদিকে আইজল এফসি'র বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ ড্র করায় মনসংযোগের অভাবকেই দায়ী করেছেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ খালিদ জামিল। যুবভারতীতে গতবারের লিগ চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে একটা সময় ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু শেষ বাঁশি বাজার ঠিক আগে গোল খেয়ে তিন পয়েন্টের বদলে এক পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ে দল। লিগ অভিযান শুরুর ম্যাচে ড্র করার কারণ হিসাবে ফুটবলারদের মনসংযোগের অভাবকেই দায়ী করেন গতবারের আইলিগ জয়ী কোচ। কিন্তু পরের ম্যাচের আগেই নিজেদের যাবতীয় ভুল শুধরে নেবে ইস্টবেঙ্গল, দাবি তাঁর।

শচীনের ১০ নম্বর জার্সি সংরক্ষণ করবে বিসিসিআই

মুম্বই, ২৯ ডিসেম্বর: এসটি১০। ক্রিকেট ঈশ্বরের জার্সি নম্বর। এবার এই নম্বরটিকে সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। সরকারিভাবে সম্ভব না হলেও বেসরকারিভাবে অবসরে পাঠানো হবে টিম ইন্ডিয়ার ১০ নম্বর জার্সিকে। এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বোর্ডের তরফ থেকে।

ফুটবলে বিষয়টি বেশ সাধারণ। তারকা ফুটবলারদের নামের আদ্যাক্ষর ও তাদের জার্সি নম্বরের মিলিত রূপ হয়ে দাঁড়ায় ভক্তদের কাছে তাদের পরিচয়। লিওনেল মেসির এলএম১০ বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সিআর৭ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু ক্রিকেটে বিষয়টি অতটাও পরিচিত নয়। জার্সি নম্বর দিয়ে চেনা যায় এমন ক্রিকেটার সারা বিশ্বে বিরল। ব্যতিক্রম শচীন তেন্ডুলকর। সারা ক্রিকেট বিশ্বের কোটি কোটি অনুরাগীর আবেগ জড়িত রয়েছে শচীনের ১০ নম্বর জার্সির সঙ্গে। সারা জীবন এই নম্বরটি গায়ে চাপিয়েছেন লিটল মাস্টার। কয়েকদিন আগে মুম্বইয়ের পেসার শার্দুল ঠাকুর মাঠে নেমেছিলেন ১০ নম্বর জার্সি গায়ে দিয়ে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে শার্দুলের পারফরম্যান্স নিয়ে কোনও আলোচনা না হলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছিলেন শচীন ভক্তরা। সবলেরই প্রশ্ন ছিল কেন শার্দুলকে ১০ নম্বর জার্সি পরার অনুমতি দেওয়া হল। এরপরই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় বোর্ড কর্তাদের মধ্যে। নিজের ২৪ বছরের দীর্ঘ আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে দেশের ক্রিকেটকে অনেক কিছু দিয়েছেন শচীন। এবার তাঁকে কিছুটা সম্মান ফেরত দেওয়াই লক্ষ্য বোর্ডের। তাই ১০ নম্বর জার্সিটিকে সংরক্ষণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলতি কথায় যাকে বলা হচ্ছে অবসর নেবে ১০ নম্বর জার্সি।

এই সংরক্ষণ করার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় বোর্ড নিশ্চিত করবে যাতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার ১০ নম্বর জার্সি না পরে। অন্যান্য বয়স ভিত্তিক দলে সম্ভব হলেও সিনিয়র পর্যায়ে এই জার্সি ব্যবহার করা যাবে না। যদিও সরকারিভাবে এরকম কোনও নিয়ম লাগু করা হবে না। কারণ তাতে আইসিসি আপত্তি জানাতে পারে। তবে বেসরকারিভাবে এটাকে রীতিতে পরিণত করা যেতেই পারে। বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, "আইসিসি বলতেই পারে কোনও জাতীয় সংস্থা কোনও বিশেষ নম্বরের জার্সিকে সংরক্ষণ করতে পারে না। তবে ওরা এটা বলতে পারে না যে বিশেষ কোনও নম্বরের জার্সি পরে মাঠে নামাটা ব্যাখ্যামূলক। ক্রিকেটাররা যদি স্বেচ্ছায় কোনও জার্সি নম্বর থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে তবে তাদের উপর জোড় করা যাবে না। আর ভারতীয় ক্রিকেটাররা শচীনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১০ নম্বর জার্সি ব্যবহার করেন না। আর শার্দুলের মতো তরুণ ক্রিকেটারদেরও অস্বস্তিতে পড়তে দেওয়াটা ঠিক না। তাই বিতর্ক থেকে দূরে থাকতে ও ক্রিকেটারদের সমালোচিত হওয়া আটকাতে বোর্ড এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' গত শ্রীলঙ্কা সফরে আন্তর্জাতিক অভিষেকের ম্যাচে শার্দুল ১০ নম্বর জার্সি পরে নামার পর বেশ বিতর্ক হয়। যার জেরে এই তরুণ পেসারকে বিবৃতি দিয়ে জানাতে হয় যে নিছক সংখ্যাতত্ত্বের জন্যই তিনি ১০ নম্বর জার্সি পরেছিলেন। পরে অবশ্য নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫৪ নম্বর জার্সি পরে মাঠে নেমেছিলেন।

ভারতীয় বোর্ড অলিখিত নিয়ম করলেও শচীনের আইপিএল ফ্রাঞ্চাইজি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ইতিমধ্যেই ১০ নম্বরের জার্সিকে সংরক্ষণ করে ফেলেছে।

জার্সি সংরক্ষিত হয়েছে যাদের

শচীন তেন্ডুলকরের ক্রিকেট কেরিয়ারকে সম্মান জানাতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বেসরকারিভাবে ১০ নম্বর জার্সি সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্রিকেটের ইতিহাসে যা নজিরবিহীন। তবে অন্য খেলায়, বিশেষত ফুটবলে এমন ছবি হামেশাই দেখা যায়। একঝলকে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক এমন কিছু ঘটনায় :-

১) দিয়েগো মারাদোনা:- এই আর্জেন্টিনীয় মহাতারকার ১০ নম্বর জার্সি সংরক্ষণ করেছে ইতালিয়ান ক্লাব নাপোলি। মারাদোনার পায়ে ভর করেই ইউরোপের প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছিল তারা। মারাদোনা দল ছাড়লেও তাঁকে ভোলেনি নাপোলি।

২) জেভিয়ার জানেত্তি:- ইতালির আর এক নামি ক্লাব ইন্টার মিলানের কিংবদন্তি ফুটবলার জানেত্তি। তাঁর অবসরের পর চার নম্বর জার্সি সংরক্ষণ করেছে ইন্টার। ২০১৪ সালে ফুটবল থেকে অবসর নেন এই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার।

৩) ববি মুর:- ১৯৬৬ বিশ্বকাপ জয়ী ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক ববি মুরের সম্মানে ৬ নম্বর জার্সি সংরক্ষণ করেছে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড। ১০ বছর ওয়েস্ট হ্যামে খেলা মুর বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম কিংবদন্তি।

৪) রয় জোন্স:- এই কিংবদন্তি ইংরেজ ফুটবলারের স্মৃতিতে ৩১ নম্বর জার্সি তুলে রেখেছেন কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্স।

৫) মার্ক ভিভিয়ান ফো:- ম্যাচ চলাকালীন মাঠেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল ক্যামেরুনের তারকা ফুটবলার ফো'র। তাঁর স্মৃতিতে ২৩ নম্বর জার্সি সংরক্ষণ করে রেখেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। পাশাপাশি ১৭ নম্বর জার্সি সংরক্ষণ করে রেখেছিল ফ্রান্সের দুই ক্লাব লিয়ঁ ও লেন্স। অবশ্য ২০০৮ সালে লিয়ঁ পুনরায় ফিরিয়ে আনে জার্সিটিকে।

৬) পেলে:- এই কিংবদন্তি ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারের সম্মানে ১০ নম্বর জার্সি সংরক্ষণ করেছে আমেরিকান ফুটবল ক্লাব নিউ ইয়র্ক কসমস। পেলে ও কসমস একে অপরের পরিপূরক।

৭) ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র:- ২০০৩ সালে ফেডারেশন কাপের ফাইনালে মাঠেই মৃত্যু হয়েছিল ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রের। তাঁর স্মৃতিতে ১০ নম্বর জার্সি সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারতের ডেম্পো এফসি।

৮) পাওলো মালদিনি:- এই কিংবদন্তি ইতালিয়ান ডিফেন্ডারের সম্মানে ৩ নম্বর জার্সি সংরক্ষণ করেছে ইতালিয়ান দল এসি মিলান। তবে শর্ত রয়েছে মালদিনির কোনও ছেলে যদি ক্লাব দলে জায়গা করে নিতে পারেন তবেই একমাত্র তিনি ৩ নম্বর জার্সি গায়ে চাপাতে পারবেন। তাঁর দুই ছেলে ক্রিশ্চিয়ান ও ড্যানিয়েল আপাতত মিলানের যুব দলের সদস্য।

ক্লাবগুলির পক্ষে জার্সি নম্বর সংরক্ষণ করা সম্ভব হলেও দেশের পক্ষে তা সম্ভব নয়। দিয়েগো মারাদোনার অবসরের পর ২০০১ সালে তাঁর জার্সি সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন। ২০০২ বিশ্বকাপের জন্য সংস্থার তরফে ফিফায় যে ২৩ জনের স্কোয়াড জমা দেওয়া হয়েছিল তাতে ১থেকে ২৪ পর্যন্ত জার্সি নম্বর ছিল। ব্যবহৃত হয়নি ১০ নম্বর। তাতে আপত্তি তোলে ফিফা। প্রাথমিক তালিকা গৃহীত না হওয়ায় ২৩ নম্বরে থাকা গুর্তেগ্যাকে ১০ নম্বর জার্সি পরার অনুমতি দেয় সে দেশের ফেডারেশন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য লিওনেল মেসিকে দেশের হয়ে ১০ নম্বর জার্সিতে মাঠে নামতে দেখা যায়। এই তালিকায় এবার যুক্ত হতে চলেছে ক্রিকেটার শচীনের নামও।

স্পার্সদের হারাল লেস্টার

লন্ডন, ২৯ নভেম্বর: মুরগী শিকার করল শিয়াল। প্রিমিয়ার লিগে লেস্টার সিটি বনাম টটেনহ্যাম হটস্পার ম্যাচের পর বলা যায় এটাই। ম্যাচে স্পার্সদের ২-১ গোলে হারাল লেস্টার। ১৩ মিনিটে মার্ক আলব্রিটনের পাস থেকে লেস্টারকে এগিয়ে দেন জেমি ভার্ডি। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রিয়াধ মাহরেজ, উইলফ্রেড এনদিদির পাস থেকে। ৭৯ মিনিটে এরিক লামেলার পাস থেকে হ্যারি কেন ব্যবধান কমালেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচ হারতে হয় স্পার্সদের। এদিন ম্যাচ হারায় প্রিমিয়ার লিগের প্রথম চারে থাকার দৌড়ে বেশ পিছিয়ে পড়ল গতবারের রানার্স স্পার্সরা।

বিষ্ণুর জয়, হার বালাজির

মেলবোর্ন, ২৯ নভেম্বর: অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের এশিয়া প্যাসিফিক ওয়াইল্ড কার্ড প্লে-অফের প্রথম রাউন্ডে জিতলেন বিষ্ণু বর্ধন। তিনি ৬-৪, ৫-৭, ৬-৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন সুং-হয়ো ইয়াংকে। তবে হিরোকি মোরিয়ার কাছে ৭-৫, ৬-০ পয়েন্টে হারলেন শ্রীরাম বালাজি।

চোট সারিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি গায়ে মাঠে নেমে নজর কাড়লেন গ্যারেথ বেল। কোপা ডেল রে'র প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ফুয়েনলাব্রাদার বিরুদ্ধে এদিন ৬২ মিনিটে মাঠে নামেন ওয়েলস উইজার্ড বেল। খেলার ২৫ মিনিটে মিঞ্জার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বিপক্ষ। বেল মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সমতায় ফেরে রিয়াল। সতীর্থ বোরহা মেওরালকে দিয়ে গোল করান বেল। ৭০ মিনিটে বোরহার দ্বিতীয় গোলে ভর করে লিড নিলেও ৮৯ মিনিটে আলভারোর গোল রিয়ালকে ড্র করতে বাধ্য করে। অবশ্য প্রথম পর্বের খেলায় ২-০ গোলে জয় পাওয়ায় কোপার কোয়ার্টার ফাইনালে চলে গেল রিয়াল।

শ্রীলঙ্কার নেতৃত্বে পেরেরা

কলম্বো, ২৯ নভেম্বর: সীমিত ওভারের ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কার নেতৃত্বে আনা হল অলরাউন্ডার থিসারা পেরেরাকে। তিনি আগেই টি-২০ দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন। এবার একদিনের দলের দায়িত্বও দেওয়া হল তাঁকে। আর অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল উপুল থারাঙ্গাকে। সূত্রের খবর, সে দেশের ক্রিকেট বোর্ডের কথা মেনে পাকিস্তানে খেলতে যেতে রাজি না হওয়াতেই অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল থারাঙ্গাকে। কয়েকদিন আগেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলেছে শ্রীলঙ্কা। সেই সফরে তিনটি টি-২০ ম্যাচ খেলেছে সিংহলিরা। প্রথম দুটি ম্যাচ আবহে হলেও শেষ ম্যাচটি খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দু'দেশের ক্রিকেট কর্তারা। বোর্ড নির্দেশ দিলেও পাকিস্তান যেতে অস্বীকার করেন তৎকালীন অধিনায়ক থারাঙ্গা সহ একঝাঁক ক্রিকেটার। নির্বাচকরা একই সিরিজের জন্য দুটি পৃথক দল গড়তে চাননি। ফলে গোটা টি-২০ সিরিজেই জায়গা হয়নি থারাঙ্গার। তাঁর বদলে স্টপ গ্যাপ অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় পেরেরা উপর। আনকোরা দল নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশ হতে হলেও বোর্ডের পাশে দাঁড়ানোর পুরস্কার পেলেন পেরেরা। ভারত সফরে টি-২০'র পাশাপাশি ওয়ান ডে সিরিজেও শ্রীলঙ্কার নেতৃত্ব ভার তুলে দেওয়া হয়েছে তাঁর কাঁধে। শুধু বোর্ডের সঙ্গে দ্বন্দ্বই নয়, জাতীয় দলের পারফরম্যান্সের বিচারেও ব্যাড বুকে ছিলেন থারাঙ্গা। ভারতের বিরুদ্ধে শেষ সিরিজে ঘরের মাঠেই হোয়াইটওয়াশ হতে হয়েছিল শ্রীলঙ্কাকে। তাই নেতা বদলে নতুন দিশা চাইছে শ্রীলঙ্কা।

'বুড়ো' ইয়ংয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক ম্যানইউ'র

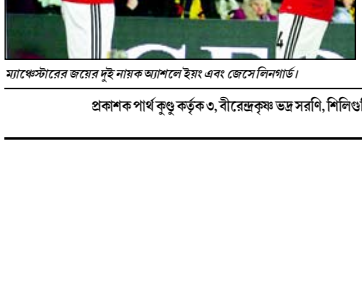

ম্যাঞ্চেস্টারের জয়ের দুই নায়ক অ্যাশলে ইয়ং এবং জেসে লিনগার্ড।

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৯ নভেম্বর: এই মরশুমের শুরুতে অ্যাশলে ইয়কে যখন দলে রেখেছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হোসে মোরিনহো, ভুরু কুঁচকে ছিলেন অনেকে। কিন্তু সেই 'বুড়ো' ইয়ংয়ের জোড়া গোলে ভর করে ওয়াটফোর্ডকে ৪-২ গোলে উড়িয়ে দিয়ে প্রিমিয়ার লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেলল ম্যানইউ। পাশাপাশি গোল করলেন ও করালেন সমর্থকদের অপছন্দের তালিকায় থাকা জেসে লিনগার্ড। ১৯ মিনিটে লিনগার্ডের পাস থেকে দলকে এগিয়ে দেন ইয়ং। ২৫ মিনিটে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। ৩২ মিনিটে রোমেল লুকাকুর পাস থেকে ব্যবধান ৩-০ করেন অ্যান্থনি মার্শাল। ৭৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান কমান ওয়াটফোর্ডের ট্রয় ডিনি। ৮৪ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন আব্দুল্লা ডোকোরা। ৮৬ মিনিটে অ্যান্ডার হেরার পাস থেকে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন লিনগার্ড। এদিন জেতায় ১৪ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে দু'নম্বরেই রয়েছে তারা।

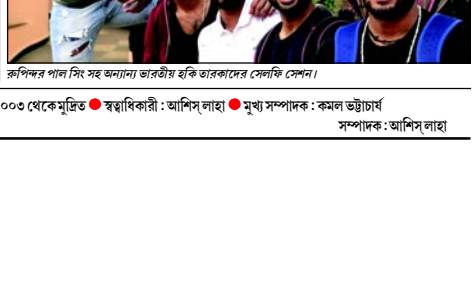

রুপিন্দর পাল সিং সহ অন্যান্য ভারতীয় হকি তারকাদের সেলফি সেশন।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা